International Peer Review Journal
ISSN 2321-7340(Print) & E-Journal Virson

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

(The Source of Folk)
E-Journal Virson
Vol.-1: Issue-1: 2022

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

উপজনভুই পাবলিশার্স
মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি স্থাপনে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ভূমিকা

আনন্দগোপাল ঘোষ

বর্তমান ও পূর্বতন অসমের এবং উত্তরপূর্ব ভারতের যে সারস্বত প্রতিষ্ঠানটি ভারতের সারস্বত মানচিত্রে সবিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, তার নাম কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি। উত্তর পূর্বভারত, উত্তরবঙ্গ, সিকিম ও প্রতিবেশী ভূটান ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পুরাতত্ব ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্যের সংরক্ষণের আকর প্রতিষ্ঠান কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে(১৩১৯ বঙ্গাব্দে) এইমহতী প্রতিষ্ঠানের বীজ বপন করেছিলেন উত্তবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের কুশী-লবেরা। অংকের হিসেবে বয়স গণনা করলে দেখা যাবে এই প্রতিষ্ঠান শতবর্ষ পেরিয়ে ও এগিয়ে চলেছে। ১৯৮৭ সালে এই প্রতিষ্ঠান মহা আড়ম্বরে প্লাটিনাম জয়ন্তী বা পঁচাত্তর বর্ষপূর্ত্তি উৎসব পালন করেছেন এবং একখানি মূল্যবান 'সুভেনীর' প্রকাশ করেছেন। এরূপ প্রাচীনতম সারস্বত প্রতিষ্ঠান উত্তরপূর্ব ভারতে দ্বিতীয়টি নেই। তাই এই জাতীয় গুরুপ্তপূর্ণ সারস্বত প্রতিষ্ঠানের সংস্থাপনের পৃষ্টপর্বটি অতি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করছি বিদ্ধঃজন মন্ডলীর মহা-সমাবেশে।

কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির চিন্তক ও স্থাপক দুই-ই ছিলেন উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের আয়োজকরা। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন বসেছিল ১৯০৮ সালের ২৭ শে জুন রংপুর জেলা শহরে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে অসমেও রংপুর নামে একটি ইতিহাস সমৃদ্ধ জনপদ আছে। তবে আমাদের আলোচ্য রংপুর বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন ও বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন প্রকৃত পক্ষে এক-ই সময়ে স্থাপিত হয়েছিল। বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন বসেছিল ১৩১৪ সালের কার্তিক মাসে (১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে)। সাল-তারিখের নিরীখে হিসেব করলে দেখা যাবে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের চেয়ে মাত্র আট মাসের ছোটো। একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই কৌতুহলী বঙ্গস্থ পাঠকের মনে জেগেছে? সেটি হলো আলাদাভাবে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের আয়োজন কেন করেছিলেন উত্তরবঙ্গের লেখক বুদ্ধিজীবী সমাজপতিরা এই প্রসঙ্গে উত্তবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের সম্পাদকের বক্তব্য বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। ১৩১৫-১৬সালের সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে সম্পাদক লিখেছেন—'এই বিবরণ প্রদান করার পূর্বে সম্মেলনের উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপন আবশ্যক। বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গে সাহিত্যালোচনার প্রবর্ত্তনই এই সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য'। আরো একটি উদ্দেশ্যের কথাও উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের রূপকাররা ঘোষণা

করেছিলেন। সেটি হলো 'বাঙ্গালা ও সন্নিহিত অসমীয়া সাহিত্যিক্গণের পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময়ের দ্বারা উভয় ভাষার উন্নতি সাধন'। (সূত্র : উত্তরবঙগ সাহিত্য সম্মিলন-ষষ্ঠ অধিবেশন দিনাজপুর, পৃ: ৬৮)। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখবো এই উদ্দেশ্য রূপায়নের জন্যই উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন অসমের গৌরীপুর ও গৌহাটীতে দুটি অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অসমীয়া ভাষার উন্নতি সাধনের সঙ্কল্প অভিনব ও নজীরবিহীন ছিল। এই সংস্থার পূর্বে আর কোনো বঙ্গীয় সংস্থা অসমীয়া সাহিত্যিক ও অসমীয়া ভাষা নিয়ে এ ধরণের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে আমরা এখনও জানতে পারি নি। এখন প্রশ্ন হলো উত্তরবঙ্গ বলতে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের চিন্তকরা কি বুঝিয়েছিলেন? এরা উত্তরবঙ্গ বলতে বুঝতেন দেশ-বিভাগ পূর্ব রাজশাহী বিভাগ, এবং প্রতিবেশী গোয়ালপাড়া, কামরূপ জেলা ও বিহারের পূর্ণিয়া। এই অঞ্চলকে এরা বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ বলে ভাবতেন। এই বৃহত্তর উত্তরবঙ্গকে এরা একই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ভ্বলে ভাবতেন। এই ভাবনার সূত্র থেকেই কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির বীজ বপন রোপিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। আশা করি তথ্য-মনস্ক পাঠক কে বোঝাতে পেরেছি যে কেন এই গৌরচন্দ্রিকা করলাম। এই মানসিক প্রেক্ষাপটটি উপস্থাপন না করলে পাঠক বুঝতে পারতেন না কেন উত্তরবঙ্গের ভাবুকরা কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন। এবার তথ্য সহযোগে প্রমাণ করছি যে কামরূপ-গোয়ালপাড়া তথা অসম চর্চার সূত্রপাত ঘটানো এদের উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহত ছিল। এই প্রেক্ষাপটটি জানার জন্য আমাদেরকে আরো একবার ইতিহাসের উজানে পাড়ি দিতে হবে। এবার সেই অকথিত কথাতেই আসছি।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের আয়োজক ছিলেন রংপুর সাহিত্য পরিষৎ। রংপুরের ভূমিধ্যাকারী, বুদ্ধিজীবী, সমাজপতিদের উদ্যোগে এই সংস্থা ১৯০৫ সালে সংস্থাপিত হয়েছিল। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল উত্তরবঙ্গ ও অসমের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, পুঁথি, মুদ্রা, ইত্যাদির সংগ্রহ ও গবেষণা-চর্চার বাতাবরণ সৃষ্টি করা। সংস্থার কার্যপ্রণালী বিবরণে লেখা আছে—''As a Branch of the Bangiya Sahitya Parishat this institution was inaugurated with the avowed object of (1) making archaeological discoveries in North Bengal and Assam.(সূত্র: Parishat and its eight ''The Rangpur Sahitya years'' work-p3) রংপুর সাহিত্য পরিষৎ এর পূর্বে অসম চর্চার শুরু অন্য কোন সংস্থা করেছিলেন বলে এখনও খবর পাইনি। এমনকী আসামের কোন সংস্থাও নয়।

উত্তরবঙ্গ সহিত্য সম্মিলনের সঙ্গে অসমের কামরূপ ও গোয়ালপাড়ার সাহিত্যমোদীদের যোগসূত্র সূচনা লগ্নেই স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম অধিবেশনে গৌরীপুরের রাজা প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া রায়বাহাদুর শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন। প্রথম অধিবেশনে ধুবড়ী থেকে উপস্থিত ছিলে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্তী, গৌরীপুর, শ্রীযুক্ত দামোদর দত্ত চৌধুরী ও শ্রী যুক্ত সতীশ চন্দ্র বড়ুয়া (জমিদার), গৌরীপুর। (সূত্র: উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন, প্রথম অধিবেশন, পৃঃ ২)। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো যে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন বসেছিল গৌরীপুর ১৯১০ সালের ২২-২৩ শে জানুয়ারী। এই সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে রাজা প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া এবং গৌরীপুরের দেওয়ান দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী (কবি অমিয় চক্রবর্তীর বাবা)। এই সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন কটণ কলেজের অধ্যাপক সিলেট-গৌরব পন্ডিত পদ্মনাভ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের গৌরীপুর অধিবেশন প্রমাণ করেছিল যে 'বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের' উত্তরাঞ্চলের সাহিত্য সংস্কৃতি-সমাজ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এবং অসম চর্চার যে উদ্দেশ্যের কথা রংপুর সাহিত্য পরিষৎ ঘোষণা করেছিলেন তা রূপায়নে এরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন বসেছিল অসমীয়া সংস্কৃতির পীঠস্থান গৌহাটী শহরে ১৯১৩ সালের ৬-৭ই এপ্রিল। এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত জীবেশ্বর পান্ডা ও শ্রীযুক্ত উত্তমচন্দ্র বড়ুয়া এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত অভয়ানন্দ তীর্থ স্বামীজী, বিষ্ণু প্রসাদ দলৈ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বরাচার্য, অভয়াকান্ত শর্ম্মা দলৈ, পন্ডিত পদ্মনাভ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, লালা বোলারাম, সৌরীন্দ্র প্রসাদ শর্ম্মা পান্ডা, পন্ডিত ভরত ঝা, ব্রজনাথ শর্ম্মা পান্ডা, পূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা পান্ডা, শান্তি নাথ শর্ম্মা পান্ডা প্রমুখ।

এই সম্মেলনের বিষয় নির্দ্ধারণ কমিটির সভায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দে প্রশ্ন করেছিলেন যে 'উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের দুইবারেই আসাম প্রদেশে অধিবেশন হইল কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যিকহণ হইতে আশানুরূপ সহানুভূতি না পাইবার কারণ কি? দেখা যায় উহাদের একটির ধারনা এই জন্মিয়াছে যে বাঙ্গালীরা তাহাদের ভাষাকে বড়ই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন, ইহাকে একটি ভাষাই মনে করেন না—এমন কি এই ভাষার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলোপ করিবার জন্য বাঙ্গালীরা যথাসাধ্য প্রয়াস করেন। আর এই সম্মিলনের ভান করিয়া তাহাদের কার্য্যোদ্ধার অর্থাৎ বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি কল্পেই যত্ন করেন কিন্তু আসামী ভাষার জন্য কিছুই করেন না। অতএব এইভাব দূর করিয়া যথার্থ সৌহার্দ্দ জন্মাইবার জন্য আসামী ভাষার ও আসামের তথ্যাবিস্কার দ্বারা

আসামের সাহিত্যের উন্নতি কল্পে কি করা যাইতে পারে তাহার একটি উপায় নির্দ্ধারন হউক।' (সূত্র : উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন, ষষ্ঠ অধিবেশন, পৃঃ ১১১)। এই ভাবনা থেকেই কামরূপ অনুসন্ধান নামে একটি সমিতি স্থাপনের সূত্রপাত ঘটেছিল বলে গবেষকদের অনুমান। পন্ডিত পদ্মনাভ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ চেয়েছিলেন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অনুকরণে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি সংস্থাপন করা হোক। (সূত্র: প্রাগুক্ত)।

আসলে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ছিল সেকালের লেখক-গবেষক-বুদ্ধিজীবীদের নিকট একটি আদর্শবান গবেষণা-সংরক্ষণ চর্চা কেন্দ্র। এটি ১৯১০ সালে রাজশাহী শহরে স্থাপিত হয়েছিল। মাতৃভাষায় ইতিহাস-প্রত্নতত্ত্ব চর্চার পথিকৃত ছিল এই সমিতি। এই সমিতির আদলেই পরবর্ত্তী কালে বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি, রাঢ় অনুসন্ধান সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির নামকরণের সময় রাজশাহীর বিদ্ধৎজনেরা ঐতিহ্যবাহী বরেন্দ্রভূমির বরেন্দ্র নামটি বেছে নিয়েছিলেন। বরেন্দ্রনাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে ও মনন জগতে এক গৌরবময় মনোভাবের ছবি ফুটে ওঠে। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির নামকরনের সময় ও অনুরূপ একটি ভাব উজ্জীবিত করার কথা ভেবেছিলেন উদ্যোক্তারা। তাই এরা অসম ও আসাম নাম গ্রহণকরেন নি। এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত গোপাল কৃষ্ণ দে মহাশয়ের বক্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছিলেন—'কামরূপ, এই নামের সহিত কত গৌরব মন্ডিত ইতিবৃত্ত এবং মহিমময়ী কীর্ত্তিকাহিনী জড়িয়ে রহিয়াছে; যাহার স্মরণ এবং কীর্ত্তনে ভারতবাসী দিগের প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়।। এহেন পূণ্যভূমির তথ্যানুসন্ধানের জন্য মহাপীঠ নীলাচলে কামরূপেশ্বরী ভগবতী কামাখ্যাদেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে এই সুবিশাল কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে জন্মলাভ করায় এই সমিতির নাম 'কামরূপ-অনুসন্ধান সমিতি' রাখা হইয়াছে। (সূত্র : উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন, ষষ্ঠ অধিবেশন,পৃঃ ১০১-১০২)। এখন অবশ্য কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির নাম ইংরাজীতে বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয় The Assam Resesearch Society এটি অনেক পরের সংযোজন।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের গৌহাটি-কামাখ্যা অধিবেশনে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি স্থাপনের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবক ছিলেন কোচবিহার রাজ্যের ষ্টেট কাউন্সিলের সদস্য এবং সম্ভ্রান্ত জমিদার মৌলবী আমানতউল্লা খান চৌধুরী। প্রস্তাবটি উপস্থাপনের পূর্বে আমানতউল্লা বলেছিলেন—

'মহোদয়গণ, আপনাদিগকে বলা বাহুল্য যে, কামরূপ একটি অতি প্রাচীন সভ্য-দেশ। এমন কি, যে সময় দক্ষিণবঙ্গ মনুষ্য বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল, কামরূপ সে সময়ে রীতিমতো জ্ঞানালোচনা হইত....কালক্রমে সেই কামরূপ এখন লোকসমীপে অজ্ঞাতপ্রায়। ঐতিহাসিক উপকরনাদি কামরূপে যত বিদ্যমান আছে,

তুলনায় বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে তাহার কিছুই নাই। .....ইতিহাস রচনায় ও কামরূপবাসীগণ অগ্রগামী ছিলেন। আসাম বুরঞ্জী,চুটিয়া বুরঞ্জী ও বংশাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার প্রমাণ। .....১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান আসাম ও কোচবিহার রাজ্যে যে রাষ্ট্র বিপ্লব দেখা দিয়েছিল, তাহার ফলে কামরূপের জ্ঞানালোচনার পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।' (সূত্র : প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০-১১১)।

আমানতউল্লা খানেরএই প্রস্তাবকে সমর্থন করে উষ্ণ ও জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন রঙ্গপুরের স্বনামধন্য জমিদার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী। সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। এই সম্মিলন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছেন যে, তিনি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ''কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করিবেন এবং তারা এতদঞ্চলের প্রাচীন পুঁথি, প্রত্নতত্ত্ব ও মানবতত্ত্ব সংগ্রহ এবং বিবিধ জাতির ইতিহাস প্রভৃতি সঙ্কলন ও ঐ সকল বিষয়ের বিবরণ বাঙ্গালা ও অসমীয়া ভাষায় লিখিবার ব্যবস্থা করিবেন।.....সমিতির সদস্যদিগের নাম:

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্য। কবিরত্ন, শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র বেদান্তবাগীশ কবি বিশারদ,

শ্রযুক্ত পদ্মানাভ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ এম. এ. শ্রীযুক্ত শিবনাথ স্মৃতিতীর্থ,

শ্রীযুক্ত তারানাথ কাব্যবিনোদ, শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র গোস্বামী,

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র শর্ম্মা, শ্রী যুক্ত উত্তমচন্দ্র বড়ুয়া,

শ্রীযুক্ত রজনীকুমার দাস, শ্রী যুক্ত সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে, শ্রী গোপালকৃষ্ণ দে,

ইহাতে আবশ্যক মত সময় সময় অন্য নামও যুক্ত হইতে পারিবে। (সূত্র : উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন, ষষ্ঠ অধিবেশন, দিনাজপুর, পৃঃ ১০০)।

কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির পঁচাত্তরতম বর্ষ উপলক্ষ্যে বিশ্বেশ্বর হাজারিদার সম্পাদনায় যে স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে তিনি উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অবদানকে সবিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবৃত করেছেন। শ্রী হাজরিকা তাঁর তৎবাহুল সম্পাদকীয়তে লিখেছেন—

'In the annual conference of the Uttar Vangiya Sahitya Parishad held at Kamakhya, Guwahati, in the first week of april. 1912, Khan Choudhury Maulavi Amanatullah Ahmed of CoochBehar moved aaresolution for the foundation of the Samiti with a view to promoting reacarch and desseminating knowledge on the history, archacology, athnography, Language, literature and other

allied subjects with emphasis on those relating to the area known in ancient times as the kingdom of Pragiyousa Kamrupa including modern Assam and the neibhbouring Sates, East and Northern Bengal with CoochBehar and Rai Mrityunjay Choudhury Bahadur, M.R.A.S. of Rangpur (now in Bangladesh) Seconded it; (সূত্র: Souvenir-Platinum Jubllee, Kamrupa Anusandhan Samiti (Assam Research Society, Guwahati, 1993, Editorial).

এই সমিতির পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে কোচবিহারে মহারাজা স্যার জীতেন্দ্র নাথ ভূপ বাহাদুর অন্যতম ছিলেন। সন্মানিত সদস্যদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, বাবু নগেন্দ্র নাথ বসু উল্লেখযোগ্য ছিলেন। (সূত্র : প্রাগুক্ত Editorial.)

সূচনালগ্নে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির একটি শাখা রংপুর শহরে স্থাপিত হয়েছিল। এই শাখার পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছিল রংপুর সাহিত্য পরিষদের সেক্রেটারী সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরীর উপর।

উত্তরবঙ্গের বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ, সমাজপতি ও ভূস্বামী শ্রেণী অসমীয়া ভাষার উন্নতি সাধন এবং অসমের ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ব চর্চার জন্য যে উজ্জ্বলতরো ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সেই অগ্রহ্নিত কথাগুলি গ্রন্থিত করলাম মাত্র।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ শ্রী পার্বতী প্রসাদ চংদার, ঁ নির্মল চন্দ্র চৌধুরী, ড: ইছামুদ্দিন সরকার, ড: মন্দিরা ভট্টাচার্য, ড: রত্না রায় সান্যাল।